মাথাপিছু আয় ৭৪৫ টাকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

৭৯-৮০ সালে মোট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৬ দশমিক ১ ভাগ। এক বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২৩ টাকা (শতকরা ৩ দশমিক ২ ভাগ)। তথ্য অর্থনৈতিক জরীপ থেকে পাওয়া।

এ-সালে জাতীয় আয় ৩৮৬ কোটি টাকা বেড়ে ৬ হাজার ৭২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় আর মাথাপিছু আয় ৭২২ টাকা থেকে ৭৪৫ টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে এ বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ লাখ (বর্তমানে আনুমানিক মোট জনসংখ্যা

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

মাথাপিছু আয়

১-এর পাতার পর

হচ্ছে ৯ কোটি ৩ লাখ)। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৭২-৭৩ সালের স্থিরীকৃত মূল্যের ওপর।

জাতীয় আয়ে খাতওয়ারী অবদান

৭৯-৮০ সালেও জাতীয় আয়ে কৃষি খাতের অবদানের হ্রাস প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখনো কৃষিখাতই সর্বোচ্চে অবস্থান করছে—শতকরা ৫৪ দশমিক ৫৮ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতই শিল্পখাতে জাতীয় আয় এবারও সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮ দশমিক ৭১ ভাগে। নির্মাণ খাতেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এ বছর তা এসেছে শতকরা ৫ দশমিক ৫৩ ভাগে। এ তথ্যও জরীপ থেকে নেয়া।

দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা

বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী জানান যে ৮০-৮১ সালের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শতকরা ৭ দশমিক ৬ ভাগ। বিভিন্ন খাতে প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রাগুলি হলো—কৃষি শতকরা ৭ দশমিক ২ ভাগ, শিল্প শতকরা ৯ ভাগ, ভবন নির্মাণ শতকরা ১৪ ভাগ ও অন্যান্য খাত শতকরা ৭ ভাগ।

বাণিজ্যমন্ত্রী ৭৯-৮০ সালে দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) গত বছরের তুলনায় ৬ দশমিক ১ ভাগ হতে পারে বলে অনুমান প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনীয় দরিদ্র দেশগুলোর ৭৯ সালে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ২ দশমিক ২ ভাগ।